মানুষত্বমারোপ্যৈবেত্যিজ্ঞেরম্। তত্র ভাগবতধর্ম্মাচরণস্যৈব যুক্তত্বং দর্শয়তি যথাহীত্যাদি। ইহ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণমেব যথা অনুরূপং যোগ্যমিত্যর্থঃ যদ্‌যস্মাদেব ভূতানাং স্বভাব ত এব প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ প্রেমকর্ত্তা আত্মা পরমাত্মা। পাদোপসর্পণে-হেত্বন্তরযস্মাচ্চৈষ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুংসমর্থঃ সুহৃৎ সর্ব্বেষাং হিতং চিকীর্ষু-শ্চেতি। তদেতদুপক্রম্যউপসংহরতি—ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোহভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ-বিবিধা চ বার্ত্তা। মন্যেতদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বসুহৃদঃ পরমন্য-পুংসঃ ॥ ৫৫ ॥

এই মনুষ্যজন্মেই ভাগবত ধর্ম্মসকল আচরণ করিবে। “আচরেৎ” এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগদ্বারা ভাগবতধর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ও অকরণে প্রত্যবায় সূচিত হইয়াছে। যেহেতুক এই মনুষ্যজন্ম অর্থদ অর্থাৎ পরমার্থ ফলদাতা। মনুষ্যজন্মই শ্রীভগবদ্ভজন করিবার উপযোগী। যেহেতুক দেবাদিজন্মে মহাবিষয়ে আবেশজন্য এবং পশু প্রভৃতি জন্মে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করিবার ক্ষমতার অভাবজন্য ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবার উপযোগিতা নাই। একমাত্র মনুষ্যজন্মই ত্যাগ ও বিবেকে সমর্থ। অতএব এই মনুষ্য-জন্মটী পাইয়া ভগবদ্ভজন বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “কৌমারে” অর্থাৎ ঐ কৌমাররস হইতে আরম্ভ করিয়াই। এস্থলে আরম্ভ অর্থেই সপ্তমী বিভক্তি করা হইয়াছে। যেহেতু সেই বিবেক ও ত্যাগ করিবার শক্তিযুক্ত মনুষ্যজন্মটী অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুরঅথচ দুর্ল্লভ। বহু সাধনেও মনুষ্যজনম পাওয়া যায় না। যদ্যপি অন্য পশু প্রভৃতি যোনিতেও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন শ্রীমদ্ হনুমান্, গরুড় প্রভৃতিতেও সত্তা রহিয়াছে, তথাপি এস্থলে কেবলমাত্র মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবদ্ভজনের উপদেশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যেরই সর্ব্ব-প্রকারে ভগবদ্ভজন করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই নিখিল শাস্ত্র প্রধানরূপে মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্যত্র পশ্বাদি যোনিতেও ভগবদ্ভজন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল পশু প্রভৃতিতে মনুষ্যের মত বুদ্ধি ও ত্যাগের ক্ষমতা আছে বলিয়াই সেই অশ্বাদিতেও মনুষ্যধর্ম্মের আরোপ করিয়া এইরূপ উক্তিটী করা হইয়াছে। সেই মনুষ্যজন্মে ভাগবতধর্ম্ম আচরণেরই উপযোগিতা “যথাহি পুরুষস্যেহ” ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এই উপাসনামার্গে পুরুষের (মানুষের) শ্রীবিষ্ণুচরণ উপসমর্পণই অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণে শরণা-গতিটীই যেমন অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য। যেহেতু এই বিষ্ণু সকল প্রাণীর স্বভাবতঃই প্রিয় অর্থাৎ প্রীতির বিষয়। যেহেতু আনন্দই নিরুপাধি-প্রীতির